

“মনই চিন্তা এবং কর্মের জননী”

মনই চিন্তা এবং কর্মের জননী”

শাস্ত্র অনুসারে মানব দেহের সুষুমনা নাড়ি অর্থাৎ বজ্র নাড়ি এবং বজ্র নাড়ি অর্থাৎ চিত্রানী নাড়ি এবং চিত্রানী নাড়ি অর্থাৎ মনপির চক্র/ নাভিপদ্মে অর্থাৎ কর্ণিকা মধ্যে “মন” নামক অতিসূক্ষ্ম কণা অবস্থিত, যার আয়তন - বর্তমানে আবিষ্কৃত একটি পরমাণুর অর্থাৎ অর্থাৎ একটি ইলেকট্রন কণার আয়তন এর -48 তম অতিসূক্ষ্মতম কণা অর্থাৎ একটি ইলেকট্রন কণাকে যদি সমান পরিমাণে 48 ভাগ করি তাহলে সেই 48 ভাগের এক ভাগ আয়তন হবে মনের। এই “মন” প্রত্যেকে মানব শরীরের মধ্যে চিন্তা এবং কর্ম উৎপাদনকারী অথবা মনকে চিন্তা এবং কর্মের জননী ধরা হয়, যা আসলে বিশ্বমণ্ডলে একটি অংশ। নাভিপদ্মে অর্থাৎ কর্ণিকা মধ্যে “মন” থেকে উৎপন্ন প্রতিটি চিন্তার তরঙ্গকে শাস্ত্রীয় ভাষায় স্ফুট বলে।

